দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR. 03 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ...

দূর করতে চাই অমানিশার বাধা

অমানিশার বন্ধন ছিন্ন করতে চায় কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। প্রতিনিয়ত চোখ রাঙানি আর লাঞ্ছনার ভয়ে ভীত এই ক্যাম্পাসের ছাত্রীরা। কিন্তু এরা কারা? যারা একদিন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী এবং অমুসলিম ভর্তি না করার জন্য আন্দোলন করেছিল

অখিল বৃক্ষ

অমানিশার বন্ধন ছিন্ন করতে চায় কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। প্রতিনিয়ত চোখ রাঙানি আর লাঞ্ছনার ভয়ে ভীত এই ক্যাম্পাসের ছাত্রীরা। কিন্তু এঁরা কারা? যারা একদিন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী এবং অমুসলিম ভর্তি না করার জন্য আন্দোলন করেছিল এরা তো তাদেরই বংশধর! ছাত্রী ভর্তি ঠেকাতে না পেরে অদ্যাবধি তারা ক্যাম্পাসে মেয়েদের বিভিন্নভাবে নাজেহাল করার চেষ্টায় প্রমত্ত। আন্দোলনে জিততে না পেরে ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষ থেকে ছাত্রী এবং অমুসলিম ভর্তি শুরু হলে সাম্প্রদায়িক এই সংগঠনের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও ছাত্ররা যোগসাজশ করে সবার জন্য বাধ্যতামূলক আরবি কোর্স ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে চালু করেছিল। উচ্ছ্বসিত তারুণ্যের প্রবল স্রোতে কালাকানুনের সে বালির বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। যে কারণে ছাত্রীদের প্রতি বিশেষভাবে অনমনীয় এরা ক্যাম্পাসে কিছু নিয়ম বেঁধে দেয় নিজেদের ইচ্ছেমতো। উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়টাকে কুক্ষিগত করা।

১২ কোটি মানুষের দেশে নয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারছে অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী। উচ্চ শিক্ষার সুযোগপ্রাপ্ত ৬৭ হাজার ১৪৫ জন ছাড়া বাকিরা শত চেষ্টার পর উদ্যম হারিয়ে ফেলছে কোন না কোনভাবে। এর মধ্যে ছাত্রীদের কথা বলাই বাহুল্য। তন্মধ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ছাত্রীদের উপস্থিতি আশঙ্কাজনক হারে কম। যারা ক্যাম্পাসে আছে মাঝে মাঝে তারাও নিরাপত্তাহীনতায় অস্থির হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যারা সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে কোন না কোনভাবে যুক্ত তাদেরই সামনাসামনি, টেলিফোনে কিংবা কৌশল করে নাজেহাল ও লাঞ্ছিত করা হয়। আবার প্রশাসনও এসব ব্যাপারে নির্বিকার। কোনপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ না নিয়েই উপরন্তু ছাত্রীদেরই শাসিয়ে দেয়া এখানকার কর্তৃপক্ষের সংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু ছাত্রীকে গালমন্দ করে সাবধান করে দেয়া হয়েছে সংস্কৃতি চর্চার জন্য। তাদের অপরাধ তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। গান-বাজনা, আবৃত্তি, নৃত্য পরিবেশন করা ওদের ভাষায় শেরেকি কাজকারবার। ইংরেজিতে পড়া যে মেয়েটি ভাল নাচে তাকে পা ভেঙে ফেলার সাবধান বাণী শোনানোর পর ক্যাম্পাসেই আসত না মেয়েটি। বাংলা বিভাগের যে মেয়েটির উত্তাল গানে আপামর শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে যেত, বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন আর তার গান শোনা যায় না। গত একুশে মেলায়ও হামলা চালিয়ে মঞ্চ ভাংচুর করে জানান দিল ওদের সক্রিয়তা। এ বছর শিল্পীকোটা থেকে নৃত্য বাদ দিয়েছে উপাচার্য স্বয়ং। চতুর্দিকের চোখ রাঙানিতে বিহ্বল হয়ে পড়েছে ছাত্রীরা। চারণ, উদীচী, বাংলার মুখ, কবিয়াল, মাটি, হাসাসসহ আরও অনেকগুলো সাংস্কৃতিক সংগঠনের শিল্পচর্চা একেবারেই বন্ধপ্রায়। পাশাপাশি নাট্য সংগঠনগুলোর কার্যক্রমও থেমে গেছে। টিএসসি নামের ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তন কেন্দ্রে দীর্ঘদিনেও কার্যক্রম শুরু হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত অনুষ্ঠানগুলো থেকে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান কৌশলে বাদ দেয়া হয়। এমনকি এসব অনুষ্ঠানের বাজেটও বরাদ্দ হয় না। অথচ এ অন্ধকার দূর করে চির আলোকের মঙ্গল দীপাবলী জ্বালাতে চেয়েছিল শিল্পী ছাত্রীরা। অমানিশা দূর করতে চায় কালের যাত্রায় ছিটকে পড়া নক্ষত্র নারীরূপী এসব মেয়ে। তাদের সৌম্য তারুণ্য উচ্ছ্বাসের প্লাবনে সমস্ত অন্ধকার, অশুভ বাধা দূর করে 'সুন্দর'কে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কিন্তু শত বাধার অর্গল ভাঙতে পারবে কেমনে?

অমানিশার বাধা দূর করবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব তরুণী